শিনাকা ফিল্মস নিবেদিত

সেলাম মেমসাহেব

দীনেশ চিহ্নম পরিবেক্ষিত

পরিচালনা
মৃণাল গুহঠাকুরতা

সংগীত
অভিজিৎ

Esskepee.

শিনাকা ফিল্মসের প্রথম নিবেদন

সেলাম মেমসাহেব

চিত্রনাট্য : **উমানাথ ভট্টাচার্য্য।**

পরিচালনা : **মৃণাল গুহ ঠাকুরতা।**

সংগীত : **অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।**

অতিরিক্ত সংলাপ : **মনোরঞ্জন ঘোষ।**

কাহিনী : বিমল সাধু॥ কাহিনী সম্প্রসারণ : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়॥ চিত্রগ্রহণ : মনীশ দাশগুপ্ত॥ তত্ত্বধায়ক সম্পাদক : কালী রাহা॥ সম্পাদনা : অমলেশ সিকদার॥ শিল্পনির্দ্দেশনা : প্রসাদ মিত্র, সঞ্জিত সেন॥ স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা॥ পরিচয়-লিপি : দিগেন ষ্টুডিও॥ দৃশ্যপট ও সহঃশিল্প : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য নৃত্য-পরিকল্পনা : শম্ভু ভট্টাচার্য্য॥ নৃত্যে : সুমিতা চট্টোপাধ্যায় শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরানী, ইন্দু অধিকারী॥ প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ মিত্র॥ কর্মসচিব : দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়॥ রূপসজ্জা দুর্গা চট্টোপাধ্যায়॥ গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় নেপথ্যকণ্ঠে : **আশা ভোঁসলে. উষা মঙ্গেশকর ও মান্না দে**॥ প্রধান সহকারী পরিচালনায় : মলয় মিত্র চিত্রগ্রহণে : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়॥ সংগীতে : গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়॥ ব্যবস্থাপক : প্রণয় ধর, পুলিন সান্ত সাজসজ্জা : বরেণ দত্ত॥ বাণিজ্যসচিব : মলয় নন্দী, মদন মজুমদার সংগীত, আবহসংগীত ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়॥ টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে সংগীত ও আবহ সংগীত গৃহীত॥

রসায়ণাগারাধ্যক্ষ : ধীরেন দাশগুপ্ত

॥ ইন্দ্রপুরী এবং ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং পি, আর, প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ পরিচালিত ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত॥

বিশ্ব-পরিবেশনা : **দীনেশ চিত্রম্**

কাহিনী

বড়লোক, চা বাগানের মালিক চিরঞ্জীব রায়ের এক মাত্র পুত্র পার্থ তার বন্ধু প্রভাতের বিয়েতে এসে কপাল গুনে কনের বাড়ীতে সীমার কাছে ড্রাইভারের পরিচিতি লাভ করে। সীমা পার্থর বাবার স্কুলে চাকরী করে। বন্ধুর বিয়ের পর পার্থ তাদের চা বাগানে ফিরে যায়। চিরঞ্জীব সীমাকে গরমের ছুটী কাটাতে চা-বাগানে যেতে বেড়াতে বলেন।

এদিকে সীমা তার বন্ধু গোপার সাথে ছুটি কাটাতে ডায়র্সে চিরঞ্জীব এর চা বাগানেই হাজির হয় গোপার দাদা সুধীরের কাছে। ষ্টেশনে পার্থ তার বাবাকে রিসিভ করতে এসে বাবাকে না পেয়ে সীমা ও গোপাকে দেখে দুষ্টুমী করে আবার ড্রাইভার সেজে তাদেরকে নিয়ে যায় তাদের গন্তব্যস্থল পার্থর নিজের চা-বাগান পলাশবাড়ীতে।

সুধীর বাবুর অনুপস্থিতিতে পার্থ ওদের রাখে গেষ্ট হাউসে বড়বাবুর তত্বাবধানে। এদিকে পার্থ তার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু সঞ্জয়কে মালিক হিসেবে ওদের সাথে পরিচয় করায়। আস্তে আস্তে পার্থ সীমা ও সঞ্জয়-গোপা পরস্পর পরস্পর এর প্রতি ঘনিষ্ঠ হয়। ঘটনার গতি এক মজার জটীলতা সৃষ্টি করে। সুধীর ফিরে এসে এ জটীলতার শিকার হয়। আসেন চিরঞ্জীবও। ড্রাইভার রূপী পার্থর ধরা পড়ার সময় ঘনিয়ে আসে। তারপর ! ! !

পরের ঘটনা শোনার নয় দেখার, দেখে উপভোগ করার। এই আনন্দ যজ্ঞে আপনার ও নিমন্ত্রণ আসুন স-দলবলে দেখুন "সেলাম মেমসাহেব।"

সংগীত

(১)

দেখে এলাম রূপের আগুন
ছুঁলে পরে লাগবে ছ্যাঁকা
চোখ দুটোতে তুক্ আছে ভাই
খেয়ে গেলাম ভ্যাব্চ্যাকা।
আলো নেভা রাতটা যেমন
চুল তার কালো তেমন
সেই চুল ছিলো বাধা এমন
যেন প্রজাপতি মেলছে পাখা। (আঃ)
অতএব কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে
বলতে হ'লো সেলাম মেম সাহেব।
রাগটাও চটকদারী
আহা বেশ মনোহারী
পছন্দ তোর বলিহারী
এত সুন্দরী যায় না দেখা (বাঃ)

(২)

ধিন ধিন ধাগে তেটে থুন না
কৎ-তা ধাগে তেটে ধিন না
শুনি সখী মোহনীয়া বাঁশরী বাজায় রে
না ব'লে এসেছে শ্যাম কী হবে উপায় রে।
মাণি ধা, গামা পাধা নিধা, গামা পাধা নির্সা নি,
পার্সানি, র্সার্মার্গা,
র্মার্গা র্পার্মা র্গার্সা. পানি স র্রে ণিধা,
মাগা মাধা ণিধা, মাগা মাধা নির্সা
বল্না বল্না বুঝিয়ে আমাকে
সত্যি মিথ্যে কী ভেবে সে ডাকে
প্রেম না ছলনা কী নিয়ে সে থাকে
আমায় কী দিতে চায় রে।
তেরেকেটে ধা, তেরেকেটে ধা, তেরেকেটে ধা
কৎ-তা ধা, কৎতা ধা, ধা কৎ-তা, ধা-কৎতা
(১৬ মাত্রা ত্রিতালের দুটি ফেরতা) ক্রাং ধা-ক্রাং ধা-ক্রাং ধা
হয়তো একটু ভালো সে বেসেছে
হয়তো একটু কাঁদাতে এসেছে
তবুও আমাকে মরমে মেরেছে
আমি যে অসহায় রে।

(৩)

নাচ নাচ মন
নাচ নাচ প্রাণ
মন ভ'রে নাচ
প্রাণ ভ'রে নাচ
পাখী হ'য়ে ছাখ
ফুল হ'য়ে ছাখ
খুশী হ'য়ে ছাখ
আলো হ'য়ে ছাখ আমি কী পেয়েছি
নাম্ না জানা মেঘ উড়্ছে আকাশে
নাম্ না জানা গাছ দুলছে বাতাসে
নাম্ না জানা সাধ জাগছে আভাসে,
আমি কী পেয়েছি
কেন এমন হোল আমার
ইচ্ছে হ'লো আজ সব ভুলে যাবার
যাই দেখি তাই একী দুরন্ত উড়ন্ত
খুশী হ'য়ে ঝরে।
ভাবি এখন আমি কোথায়
নিজেকে খুঁজি তাই এক নোতুন সীমায়
যাই খুঁজি তাই তুমি অরণ্যে পর্ব্বতে
আলো হ'য়ে ঝরে।

(৪)

ধ্াণি্ সাগা মাধা, ণিধা ণিধা, ণির্সা ণিদা,
পামাগা, মাগা, মাগা, মাগা সাণি্,
আ···আ···অ
ঝর্ণা ঝরঝরিয়ে জল ছড়িয়ে কেন নেচে নেচে যায়
রোদ্দর মেঘ সরিয়ে মন ভরিয়ে কেন হেসে হেসে চায়
বুঝিনা আমি বুঝি যা
অন্যে কেন বোঝে না
এই চোখ আহা খোঁজে যা
আর কেউ তা খোঁজেনা। কেন খোঁজে না।
পাহাড় তুমি সুন্দর কত সুন্দর জানে এই মন
তোমার এত সুন্দর হ'য়ে থাকবার কী বা প্রয়োজন
যদি না তোমায় দেখেও কারো সবই ভালো লাগে
ভালোবাসা জাগে কারো মন কিছু চায়। বুঝিনা আমি···
জীবন কত ঘটনার কত রটনার তাকে বোঝা দায়
হঠাৎ যাকে খোঁজে চোখ, যেন সেই চোখ, চোখে প'ড়ে যায়
কখনও যে প্রাণ শেখেনি গান
এই দেখা পেয়ে সেও ওঠে গেয়ে কথা ব'লে সুখ পায়।

ঃ কৃতজ্ঞতাস্বীকার ঃ

সর্বশ্রী সরোজ দে, মিণ্টু দেব, অজয় মিত্র, মিঠু চ্যাটার্জী, সুব্রত ব্যানার্জী, ডাঃ নির্মল চ্যাটার্জী, মিঃ ম্যাকাজিও (সাতাখীরা টী এষ্টেট্) ভোলা বসু।

: অভিনয়ে :

দীপংকর দে, সোমা দে, সমিত ভঞ্জ, জুঁই ব্যানার্জী, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী, গীতা কর্মকার, ধীরাজ দাস, পি, কে, টি, এম, দত্ত (অতিথি), বিদ্যুৎ গোস্বামী, দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিন সামন্ত, রাজীব দত্ত, (অতিথি) হাসি মজুমদার এবং আরও অনেকে।

দীনেশ চিত্রম্, ৮৭, লেনিন সরণী কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।